মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তি-পত্র

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

৫২ বর্ষ ❀ ৩য় সংখ্যা ❀ শ্রী শারদীয়া পূর্ণিমা সংখ্যা
আশ্বিন, ১৪২১ ❀ অক্টোবর, ২০১৪

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলকাতা

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কোলকাতা-3 ফোন-2554-4155, 2543-1387
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। পরাবিদ্যাপীঠ,
৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির, ৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোনঃ-256920 STD-03472
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব),
পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯০০২৫৯৭৫৯৬
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (প.ব.)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001(উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 ফোন-235606 STD-06752
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা ফোন-224057 STD-06782
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2240854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার
ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006
(ইউ. পি.), STD-0532, ফোন ঃ-2500925/2434625
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
ফোন-2444153, STD-0565, মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১,
ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118, ফোন-291709, STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163, ফোন-244-484, STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Little Bird Academy-র সন্নিকটে,
গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো,
গুয়াহাটী-৭৮২১০৩৪, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০, দেশবন্ধু
পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯২৩৯৮৮০০৭৫
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুল্টন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

	প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১।	সারকথা	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	৩
২।	শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজীর উপদেশাবলী	—	৪
৩।	শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী	—	৪
৪।	স্মারক লিপি	—	৫
৫।	শ্রীগৌরগদাধর বিরহ সদা জাগ্রত রাখতে হবে	শ্রীমদ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ	৬
৬।	আমার চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্য	শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ	৭
৭।	অন্ধহস্তি ন্যায়	শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী (কলকাতা)	৯
৮।	একটি তুচ্ছ ঘটনা	কৃষ্ণা দাসী (কলকাতা)	১০
৯।	বেঁচে মরা	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	১১
১০।	উর্জ্জাব্রত	দৈনিক নদীয়া প্রকাশ হইতে সংগৃহীত	১৩
১১।	শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী, শ্রীরাধাষ্টমী ও ভাগবত কথা সপ্তাহ মহোৎসবের বিবরণী	শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ	১৬
১২।	শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দুটি উক্তি	—	১৭
১৩।	মৃতসঞ্জীবনী	দৈনিক নদীয়া প্রকাশ হইতে সংগৃহীত	১৮
১৪।	নির্যান	—	১৯

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"**
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"**
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৫২ বর্ষ ❀ ৩য় সংখ্যা ❀ শ্রী শারদীয়া পূর্ণিমা সংখ্যা ❀ আশ্বিন ১৪২১ ❀ অক্টোবর ২০১৪

সারকথা

"গৌড়ীয়" হইতে সংগৃহীত

ধর্মাচারীর প্রতি প্রভুর শিক্ষা কি?

প্রভু কহে,—"বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন ॥
দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ।
দারবী প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥
ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া ॥
প্রভু কহে,—"মোর বশ নহে মোর মন।"
প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ২।১১৭,১১৮-১২০, ১২৪)

বৈষ্ণবের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ কি?

সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ।
সব কহা না যায়, করি দিগ্‌দরশন ॥
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি অকিঞ্চন ॥
সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, অনীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্ গুণ ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৭৪-৭৭)

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজীর উপদেশাবলী

১। নিরপরাধে শ্রীনামকীর্ত্তনই মহাপ্রভুর শিক্ষার সার।

২। গুরুবৈষ্ণবের অনুগত হইয়া গৌরনাম প্রচার করিবে।

৩। আনুগত্যই শ্রেষ্ঠ সদাচার, স্বতন্ত্রতাই ভ্রষ্টাচার।

৪। হরি-সেবায় কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও তৃপ্তিবোধ থাকিলে প্রকৃত সেবাবৃত্তি প্রকাশিত হয় না।

৫। সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বপ্রকারে সেবা করিয়াও অতৃপ্তিবোধ হইলে সেবাবৃত্তির উন্মেষ হয়।

৬। রাত্রি জাগরণ করিয়া সাধুসঙ্গে হরিবাসর পালন করিবে।

৭। প্রতি হরিবাসরে আত্মপরীক্ষা করিবে, তোমার নিষ্কপট হরিভজনে আগ্রহ বৃদ্ধি হইতেছে, না অন্যাভিলাষ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা বিশেষভাবে অনুধাবন করিয়া গুরুবৈষ্ণবের চরণে আত্মনিবেদন করিবে।

৮। হরিভজন করিতে হইলে সহিষ্ণু, অমানী, মানদ হইবে এবং শত বাধা-বিঘ্নেও অবিক্লব-মতি এবং পরমোৎসাহী থাকিবে।

৯। এক মুহূর্ত্তও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবা-ব্যতীত থাকিবে না, থাকিলেই মায়া গ্রাস করিবে।

১০। সকল বস্তু ও ব্যাপারের দ্বারাই বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সেবার অনুসন্ধান করিবে।

১১। সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাসের লেশও হৃদয়ে থাকিলে বৈষ্ণবাধিকার-লাভ হয় নাই জানিতে হইবে।

১২। পরচ্ছিদ্রান্বেষণের পরিবর্ত্তে নিজের গলদ্‌গুলি দূর করিবার চেষ্টা করিবে।

১৩। শরণাগত না হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তন হয় না।

১৪। মহান্ত-গুরুগ্রহণ ও গুরুসেবা-ব্যতীত মায়াজাল ছিন্ন হয় না।

১৫। কৃত্রিম স্মরণ পদ্ধতি রূপানুগ-পথ নহে।

১৬। শ্রীনাম-কীর্ত্তন-মুখে স্বাভাবিক স্মরণই গৌড়ীয়গণের সিদ্ধান্ত। ❑

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী

১। পর-স্বভাবের নিন্দা না করিয়া আত্মসংশোধন করিবেন, ইহাই আমার উপদেশ। (পত্রাবলী ১০৬)

২। মহাপ্রভুর নীতির মধ্যে ক্ষাত্রনীতি, বৈশ্য, শূদ্র ও যবন-নীতি দেখিতে পাই না। তাঁহার প্রচারিত বাক্য হইতে বুঝিতে পারি, তিনি ঋষিনীতির সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরাও সেই পদানুসরণে ব্রহ্মনীতি ভাগবত-ধর্ম্ম অবলম্বন করিব। (১ম খঃ ২৭)

৩। মাথুর-বিরহ-কাতর ব্রজবাসিগণের সেবা করাই আমাদের পরম ধর্ম্ম। (ঐ ৪৬)

৪। মহাভাগবত জানেন, সকলেই তাঁহার গুরু, তজ্জন্য মহাভাগবতই একমাত্র জগদ্ গুরু। (ঐ ৫৮)

৫। যদি শ্রেয়ঃপথ চাই, তাহা হইলে অসংখ্য জনমত পরিত্যাগ করিয়াও শ্রৌতবাণীই শ্রবণ করিব।
(বক্তৃতা—২২শে আষাঢ় ১৩৩৩)

৬। শ্রেয়ো বস্তুই প্রেয়ো হওয়া উচিত।
(বক্তৃতা ২রা কার্ত্তিক ১৩৩৩)

৭। রূপানুগের কৈঙ্কর্য্য ব্যতীত অন্তরঙ্গ ভক্তের আর কোন লালসা নাই। (সঃ তোঃ ১৯।১০।৩৮০)

৮। বৈষ্ণব-গুরুর আজ্ঞা পালন করতে যদি আমাকে 'দাম্ভিক' হ'তে হয়, 'পশু' হ'তে হয়, অনন্তকালে 'নরকে' যেতে হয়—আমি অনন্তকালের তরে Contract করে' সেরূপ নরকে যেতে চাই। জগতের অন্যান্য সমস্ত লোকের চিন্তাস্রোত গুরু-পাদপদ্মের বলে মুষ্ঠ্যাঘাতে বিদূরিত কর্‌ব—আমি এতদূর দাম্ভিক! (বক্তৃতা ২৫ আষাঢ় ১৩৩৪)

৯। নির্গুণ বস্তুর সহিত সাক্ষাতের অন্য কোন রাস্তা নাই—একমাত্র কান ছাড়া। (বক্তৃতা ১৮ ফাল্গুন ১৩৩৪)

১০। যে মুহূর্ত্তে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা থাক্‌বে না, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু শত্রু হ'য়ে আমাদিগকে আক্রমণ কর্‌বে। প্রকৃত সাধুর হরিকথাই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। (ঐ)

স্মারক লিপি

(মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল এম্-এ ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী-লিখিত)

আচার্য্যের একান্ত আনুগত্যঃ—

১। তাঁহার বিনা অনুমতিতে কোন কার্য্য না করা।

২। তাঁহার বিচার নির্ব্বিবাদে মান্য করা।

৩। তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা।

৪। কোন কার্য্যের জন্য কোন প্রকার পুরস্কারের আশা না করা।

৫। আচার্য্যের বাণী শ্রবণে অরুচিবিশিষ্ট অথবা তাঁহার বিরুদ্ধ কোন ব্যক্তির মনস্তুষ্টি বিধান না করা।

৬। সিদ্ধান্ত-বিরোধ না করা অথবা অপসিদ্ধান্তের সহিত কোন প্রকার আপোষ না করা।

৭। নিজের অপস্বার্থের (কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা বা অন্যাভিলাষ-প্রশ্রয়ের) জন্য কোন প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ না করা।

৮। ভক্তগণকে যথাযোগ্য সম্মান করা। (এতৎপ্রসঙ্গে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ''যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া আদর করিব যবে। বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্ব্বসিদ্ধি, অবশ্য পাইব তবে'' ॥—সর্ব্বক্ষণ স্মরণীয়।)

৯। ভক্তের সম্মান যাহা সর্ব্বাগ্রে বিধেয়, তাহা উপেক্ষা করিয়া অভক্তের সম্মান না করা।

১০। 'আচার্য্যের বাণী আচার্য্য স্বয়ং যেরূপ উপলব্ধি করেন, আমিও তাহা তদ্‌রূপই বুঝিতে পারি—এইরূপ কল্পনা না করা।

১১। শ্রীভগবানে যে প্রকার পরাভক্তি, আচার্য্যচরণেও তদনুরূপ নিষ্কপট ভক্তি করা।

১২। নিজভোগ-তাৎপর্য্যের অনুসন্ধান বা ফল্গুত্যাগী হইয়া আত্মবিনাশ-সাধনে তৎপর না হওয়া বা নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া না যাওয়া।

১৩। অভক্ত কোন ব্যক্তি আচার্য্যবাণীর মর্ম্ম বুঝিয়া লইতে পারেন, এই প্রকার কল্পনা না করা এবং ইহা সর্ব্বদা অস্বীকার করা।

১৪। সর্ব্বক্ষণ ভক্তসেবার সুযোগ অন্বেষণ করা এবং তাঁহাদের শ্রীমুখের বাণী-শ্রবণের জন্য উদ্‌গ্রীব থাকা।

১৫। ভক্তগণের সমক্ষে তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে অথবা তাঁহাদের বিনা আদেশে কোনপ্রকার বাক্য উচ্চারণ না করা।

১৬। ভক্তি-বিষয়ক বা সিদ্ধান্তবিষয়ক কোন কথা লইয়া পরিহাস না করা এবং তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করা অথবা ঐ প্রকার অবজ্ঞা-সূচক বাক্য শ্রবণ না করা।

১৭। ভক্তিবিরুদ্ধ কোন আচরণ বা বাক্যের সমর্থন না করা।

১৮। আচার্য্য-সেবা বিষয়ে ভক্তগণের নিকট নিষ্কপটে সকল কথা বলা।

১৯। নিজের জন্য কোন প্রকার সম্মান গ্রহণ না করা এবং যাহারা আচার্য্যের প্রতি সকলপ্রকার সম্মান প্রদর্শন না করে, তাহাদিগের প্রদর্শিত সম্মান হইতে দূরে অবস্থান করা।

২০। আচার্য্যের সেবার যোগ্য হইবার জন্য সর্ব্বদা তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করা।

২১। কাহারও বাক্য বা আচরণে ভক্তিবিরুদ্ধ কোন প্রকার ব্যবহার লক্ষ্য করিলে তাহা আচার্য্যচরণে নিবেদন করা এবং যতদিন ঐ ব্যক্তি সংশোধিত না হয়, ততদিন তাহার সঙ্গ হইতে দূরে অবস্থান করা।

২২। অনৈতিক কোন ব্যক্তি আচার্য্যের সেবা পাইতে পারেন, এইরূপ ধারণা পোষণ না করা।

২৩। অভক্তগণকে বঞ্চিত করিবার জন্য আচার্য্য দৈন্য ভরে যে সকল কথা বলেন, তাহা ভুল না বুঝা।

২৪। আচার্য্যের অনুগত ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য এই যে,—আচার্য্যের বাক্য এবং আচরণ বুঝিতে কাহারও কোন প্রকার ভুল না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখেন। আচার্য্য তাঁহার নিজ আচরণের কথা অভক্তগণের নিকট ব্যক্ত করেন না। আচার্য্য কখনও নিজকে ''প্রভু'' বলিয়া অভিমান করেন না, তিনি সর্ব্বদা নিজকে কৃষ্ণসেবকের ভৃত্যানুভৃত্য বলিয়া অভিমান করেন।

২৫। প্রাকৃত চিন্তা অথবা প্রাকৃত বস্তু দ্বারা অপ্রাকৃতের সেবা কখনই হয় না, ইহা ভুলিয়া না যাওয়া।

২৬। সাক্ষাৎ বাস্তব নিয়ামকত্ব একমাত্র আচার্য্যচরণেই সংরক্ষিত।

২৭। গৃহত্যাগী ব্যতীত কেহই সাধারণতঃ মঠে থাকিতে পারিবেন না।

২৮। যদি কোন গৃহস্থ ভক্ত সেবা-কার্য্যের জন্য মঠে বাস করিবার অনুমতি পান, তাহা হইলেও তিনি মিশন হইতে প্রতিদান স্বরূপ কোন কিছুর প্রত্যাশা করিবেন না।

২৯। অদীক্ষিত কোন ব্যক্তি নিয়মিতভাবে অন্য কোন পার্থিব স্বার্থের পুষ্টির জন্য মঠে প্রসাদ পাইতে পারিবেন না।

৩০। গৃহস্থ বা অগৃহস্থ সকল ভক্তগণের প্রতিই বাক্য ও আচরণে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।

৩১। আচার্য্যের অনুগত ও তাঁহার বাণীর নিষ্কপট শুশ্রূষু হইয়া যাঁহারা সকলকেই যথোচিত সেবা করিবার জন্য প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট, তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সেবা-বৃত্তিই মিশনের একমাত্র আদর্শ এবং সর্ব্বোচ্চ নিয়ামক।

৩২। 'সকলের সেবা করা' বলিতে আবার ভক্তি-বিরুদ্ধ কোন কার্য্যকে বুঝিতে হইবে না।

৩৩। ভক্তি-বিরুদ্ধ বাক্য বা আচরণ-দ্বারা দাতাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ভিক্ষা আদায় করা প্রচারের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

৩৪। যাহারা সর্ব্বতোভাবে ভক্তি-সদাচার পালন করিতে পরাঙ্মুখ, তাহাদিগকে হরিনাম বা দীক্ষার জন্য অনুরোধ করা উচিত নহে।

৩৫। বালিশ জনসাধারণকে আচার্য্য-মুখ-নিঃসৃত অপ্রাকৃত বাণী শ্রবণের জন্য উন্মুখ করাই মিশনের প্রচারকগণের প্রচারের উদ্দেশ্য। ❑

শ্রীগৌর গদাধর বিরহ সদা জাগ্রত রাখতে হবে

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ভাষণ (শ্রীল গোস্বামীপাদ)

স্থান—স্বানন্দসুখদ কুঞ্জ (গোদ্রুম ধাম) তাং ২১/৩/২০১৩

পরমারাধ্যতম শ্রী শ্রীল গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপায় আজ আমরা নবদ্বীপধাম পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবসে গোদ্রুম ধামে যে স্থানে উপস্থিত হয়েছি সে স্থানটা জগতের কোন প্রাকৃত স্থান না। এটা অতিমর্ত্ত্য লীলাস্থলী, নিত্যসিদ্ধ ভক্ত শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি জগতের সামনে তুলে ধরেছেন গৌরের অতিমর্ত্ত্য লীলাবলী, যার সঙ্গে গৌড়ীয়গণের কত মিল। গৌড়ীয়গণ এই স্থানকে ভূষণ করে রেখেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীল গুরুমহারাজ, শ্রীল আচার্য্যপাদ এ সমস্ত মহাজনগণ পরবর্তীকালে এসে এই স্থানটাকে পুনঃপুনঃ জগতের সামনে তুলে ধরার জন্য revive করে রেখেছেন। আমাদের গৌড়ীয় মিশনের এই হলো মহান অবদান। জগতের লোক যার জন্য লালায়িত নয় শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর সে জিনিসটাকে re-established করে গেছেন। তিনি পূর্ব পূর্ব আচার্য্যগণ পূর্বপূর্ব গোস্বামীগণের যে thoughts সংস্কৃত আদি ভাষায় লিপিবদ্ধ ছিল সেগুলো সাধারণ লোক ঠিক বুঝতে পারবে না জেনে তিনি বঙ্গানুবাদ করে পরিশুদ্ধ বা বিশুদ্ধ ভাবযুক্ত thoughts-কে তিনি বাংলা ভাষায় ও উড়িয়া ভাষায় সজ্জনতোষণী, গৌড়ীয়, নদীয়া প্রকাশ, পরমার্থী প্রভৃতি পারমার্থিক পত্র-পত্রিকাদি প্রকাশের দ্বারা প্রচার করে গেছেন। তিনি স্বতঃসিদ্ধ বস্তুকে স্বাভাবিকভাবে প্রচার করে গিয়েছেন। এটা প্রচার বৈশিষ্ট্য হিসেবে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য দান। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর self revealed স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রকাশিত ভক্ত এবং তিনি জাগরণের বিষয়ে বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। জীবকে কতরকম ভাবে মোহনিদ্রা থেকে জাগ্রত করে নিত্যসিদ্ধ ভাব দান করে সকলের হৃদয়ের সামঞ্জস্য করে দিয়েছেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল রূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করে এবং শ্রীল রূপ রঘুনাথের চিন্তাধারাকে পরবর্তীকালে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের হৃদয়কমলে গ্রথিত করে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মহানুভবতা এবং ঔজ্জ্বল্যতা প্রকাশ করে গেছেন জগতের সামনে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মহান দান শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর। জীবের কল্যাণ কিসে হয়? এই ছিল তাঁদের চিন্তা। সাধারণকে কি করে অসাধারণ করে ভগবানের সেবায় লাগানো যায় এ ছিল তাঁদের ভাব। এ ভাব ভঙ্গিকে তাঁরা maturity দান করবার জন্য যতরকম ভাবে কলম চালাতে পারেন সর্বতোভাবে Positive way-তে এবং Negative way-তে প্রচার করে গিয়েছেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই স্থানটা আজকের দিব্য স্থান, রাধাকুণ্ডের মত পবিত্র স্থান। রাধাকুণ্ড যেমন সবসময় শ্রীরাধাগোবিন্দের নামপ্রচার করেছেন সেইরূপ এখানে তিনি শ্রীগৌরগদাধরকে প্রচার করেছেন।

শ্রীগৌরগদাধর রাধারাণী ও কৃষ্ণ রূপে অভিন্ন। এই-

ভাবে তিনি এই স্থানটাকে ঔজ্জ্বল্য বিধান করেছেন। জয় জয় নবদ্বীপ ধাম! জয় জয় মহাপ্রভু এবং শ্রীগৌরগদাধরের যে নিত্য সেবনীয় স্থান এটা আমরা এখান থেকে বুঝতে শিখেছি। এইখানে অনেক সম্প্রদায়ের লোক আসে দর্শন জন্য কিন্তু দর্শন ভাগ্য সকলের হবে না, কেন না, দর্শনভাগ্য সকলের হতে গেলে Purity-র ভূমিকায় আসতে হবে।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তিনি স্বয়ং ভাবাবেশে নৃত্য করতেন এবং সেই ভাবকে জাগ্রত করতেন শ্রীল গদাধর ঠাকুর। শ্রীল গদাধর মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সঙ্গী, তিনি একই দেহে একই নামে জন্মেছিলেন এবং একই ভাব ভাষায় ভূষিত ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেলে গদাধর আর স্থির থাকতে পারলেন না পশ্চাদ্ পশ্চাদ্ রাস্তা অবলম্বন করে গৌর-বিরহ যাপন করেছেন। সেইরকম **ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গৌর-বিরহ যাপন করতে গিয়ে সকলের হৃদয়ে এ বিরহটা জাগ্রত থাকুক এই চিন্তা করে তিনি লেখনী চালিয়েছেন এবং মুখে কীর্তনও প্রসঙ্গ আর পরিচর্যা দিয়ে আবার মঠ মন্দিরাদি গড়বার প্রয়াসটা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে power of attorney করে গেছেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তিনি নেশাচালিত জগতের লোকগুলোকে বশে আনবার জন্য কলম চালিয়েছেন এবং সেই কলমের দ্বারে তিনি বুঝিয়েছেন যে জগতে ধর্ম নামে কত কথা চলছে।** এদিকে রাজা রামমোহন রায় আদি চেয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজ আবিস্কার করে মনোকল্পিত ধর্মের প্রচার করতে। এই সমস্ত মনোধর্মে ধর্মী যারা তাদেরকে স্তব্ধীভূত করে দিয়েছেন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লেখনী। শুধু তাই নয় তিনি তাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ করবার জন্য স্থানে স্থানে মঠ মন্দির প্রবর্তন করে গৌড়ীয়াকে তৈরী করে গৌড়ীয়াকে জন্ম দান করে তিনি সেই গৌড়ীয়ার দ্বারা জগতের মনোকল্পিত অলীক এবং বিভ্রান্তকারী ধর্মকে স্তব্ধীভূত করে দিয়েছিলেন। এই যে তাঁর অগাধ মেধা এবং সুকৌশলের দ্বারা এই জিনিস-গুলোকে তিনি আবির্ভাব করিয়েছিলেন এই স্থান থেকে। এই স্থান সেজন্য ধন্য। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অজস্র লেখনী এখান থেকে বেরিয়েছে এবং এখান থেকে অজস্র বৈষ্ণব সৃষ্টি করে, **অজস্র ধারায় যেমন গঙ্গা যমুনা প্রবাহিত হয়ে চলেছে তেমনি তিনি তাঁর লেখনীর দ্বারা প্রবাহিত হয়ে চলেছেন। যুগ যুগ এই কথা জীব অস্বীকার করতে পারবে না এবং তাঁর আবিষ্কারের দ্বারা জীবের জীবন প্রবাহিত হবে।** আমরা সব ভুলে থাকি, এটাই আমাদের স্বভাব কিন্তু কোনটা ভুলে থাকতে হয় আর কোনটা স্মরণ রাখতে হয় সেটা বুঝতে হবে এবং বুঝে সেইভাবে আমাদের হৃদয়ের রাজাকে নাচাতে হবে। সেই হৃদয়ের রাজা হচ্ছেন শ্রীগৌরসুন্দর এবং তাঁর আদ্দিষ্ট এবং নির্দিষ্ট রাস্তায় আমাদের চলবার সুযোগ নিতে হবে তখন ''অনায়াসে সফল হবে জীবের জীবন''।

কৃষ্ণনাম করতে হবে ঠিক, রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করতে হবে ঠিক, কিন্তু কোন ভূমিকায়?

আত্মার সেইরকম স্বচ্ছ ভূমিকা হলে তখন আমাদের কল্যান হবে। এই সম্বন্ধে মহারাজ যে কথাগুলো বলেছেন খুব দুঃখে আমরা স্মরণ করছি এবং সেই দুঃখে স্মরণ করার ফলে আমাদের বিরহ জাগ্রত হোক শ্রীগৌরগদাধরের। শ্রীগৌরলীলায় শ্রীগদাধর যেরকম বিরহী ছিলেন সেরকম আমাদের বিরহ জাগ্রত হলে গুরু গৌরাঙ্গের কৃপায় সেই বিরহকে চির জাগ্রত রাখতে হবে।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥" ❑

আমার চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্য

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

প্রচলিত এই বাক্য অনেক সময় আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলকে আলোড়িত ও উদ্বেলিত করে। ভাগ্য এমন একটি শব্দ, যা স্বতই আকর্ষক। ভাগ্যের ফলে—সুখ, শান্তি, আনন্দ, যশ আদি লাভ। সাধারণভাবে আমরা তাই বুঝি। শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে এই ভাগ্য শব্দ আরও গভীর অর্থবাহক। ভাগ্য মানে সুকৃতি। পূর্ব জন্মার্জিত কিছু ভাল কাজ অর্থাৎ ভক্তি উন্মুখী সুকৃতি, যা এই জন্মে আমাদেরকে নিবৃত্তির দিকে বা ভগবানের ভজনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। পূর্ব জন্মার্জিত পূণ্যরাশির ফলে এই সংসারে লোক ধনী হয়, ভাগ্যশালী বা যশস্বী হয়, আবার পাপের ফলে বহুলোক দারিদ্রপীড়া, রোগের যন্ত্রণা ও মানসিক অশান্তিতে জর্জ্জরিত। এটা তাদের দুর্ভাগ্য। পাপ-পূণ্যের ফাঁদে না পড়ে ভজনরাজ্যে

প্রবেশ করা বা ভজন শুরু করা সেটাই আমার ভাগ্য। শুধু ভাগ্য নয় আমার চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্য জানতে হবে।

'আমার' শব্দটি কত খারাপ হয়েও ভাল শব্দ। শাস্ত্রে শোনা যায় এই জড় সংসারটি তৈরী হয়েছে 'আমি' এবং 'আমার' এই শব্দ দুটি নিয়ে। 'আমি' এই জড়াভিমান এবং 'আমার' বলে যে নশ্বর বস্তুগুলিতে আসক্তি-এ বাস্তবে বড় কঠিন জিনিষ। এই দুইভাবকে ত্যাগ করাতে শাস্ত্রকারগণ উপদেশের বাণ বর্ষণ করতে করতে হায়রান হয়েছেন। কর্মযোগ তো রয়েছেই অষ্টাঙ্গযোগ, জ্ঞানযোগ আদি শত শত পথে সাধনের দ্বারা এই দুটি জিনিষ মুছে ফেলা কঠিন হতে সুকঠিন। মহাজনগণের ভাষায় আর এক 'আমি' ও 'আমার' শব্দ রয়েছে। ভক্তিরাজ্যে ভগবানকে উদ্দেশ্য করে ''আমি তো তোমার তুমি ত আমার''—সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। বিপরীত ভাবের কথা, বিপরীত চেতনার কথা। আজকে যে রাজ্য থেকে এই প্রবন্ধটি লেখার সাহস পেয়েছি সেই রাজ্যের ভাষায় 'আমি' ভগবানের দাস এবং 'আমার' বলতে গুরু-বৈষ্ণব আর ভগবান। অথচ পূর্বের রাজ্যে আমি ছিলাম—অমুক চ্যাটার্জ্জী, আমি ছিলাম অফিসার, ডাক্তার, ব্যারিষ্ট্যার আর 'আমার' বলতে ছিল মা, বাবা, ভাই বোন এবং বাড়ি-গাড়ী।

এখন চৌদ্দ পুরুষের ব্যাপারটা আলোচনা করা যাক্। আমরা শুনি এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডটি চৌদ্দলোক নিয়ে তৈরী। অর্থাৎ চতুর্দ্দশ লোকময় এই ব্রহ্মাণ্ড। মায়াবদ্ধ জীব কর্ম-মার্গে এই চৌদ্দ লোক ভ্রমণ করতে থাকে। কর্মফলে উচ্চ-নীচ যোনীতে ভ্রমণ করতে হয় জীবকে। ভাগ্যক্রমে আমাদের মানব জন্ম লাভ। চৌদ্দ পুরুষ বলতে আমি যে বংশে জন্ম-গ্রহণ করেছি আমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ আদি এই বংশের পূর্বের চৌদ্দ জনকে বোঝায়। বিচার করলে দেখা যাবে হয়তো এই চৌদ্দ জনের নামই আমাদের অজানা। তবুও এই সংসারে এসে আমি যদি বিদ্যার্জন করে ধন উপার্জন আদির দ্বারা বড় হতে পারি, যশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারি আমার পিতৃপুরুষগণ তাতে আনন্দিত হন। তাঁরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করেন। এটাই চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্য। জাগতিক বিচারে এটি একপ্রকার ভাগ্য। আর পারিমার্থিক জগতে প্রবেশ বা সাধনে উন্নতি লাভ মহাভাগ্য। এ ভাগ্যের কোন তুলনা হয় না। এই ভাগ্য লাভ করলে আমাদের গুরুবর্গ আনন্দিত হন। তাঁরা নিজেদের ভাগ্য মনে করেন।

ভাগ্যক্রমে ভজনরাজ্যে আমার প্রবেশ। দুইদিক থেকেই চৌদ্দ পুরুষ আমার রয়েছে। জড় জগতে যখন মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি তখন জন্মদাতা পিতার চৌদ্দপিড়ি আর এই ভক্তি রাজ্যে যে গুরু-পরম্পরায় আমার পারমার্থিক জন্ম তার চৌদ্দপিড়ি। এই উভয় বংশে চৌদ্দ পুরুষেরও অনেক বেশী পিড়ি রয়েছে। আমার ভাগ্যের সঙ্গে দুইপক্ষের প্রত্যেকেরই ভাগ্য জড়িত। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—''ত্রি-সপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহ তে অনঘ'' অর্থাৎ হরি-ভজনশীল মানবের একুশ পুরুষ পবিত্রতা লাভ করেন, নিজেদের ভাগ্যবান মনে করেন। ভাগ্য বলতে এখানে ঈশ্বর ভজন সৌভাগ্য লাভ। শ্রীচৈতন্যদেব বঙ্গদেশে গিয়ে ভাগ্য-বান শ্রীতপন মিশ্রকে প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন—

প্রভু বলে,—''বিপ্র! তোমার ভাগ্যের কি কথা।
কৃষ্ণ ভজিবারে চাহ, সেই সে সর্বথা'' ॥

(চৈঃ ভাঃ আদি—১৪।১৩২)

সেই ভাগ্যক্রমে আমি মঠবাসী, সন্ন্যাসী এবং মিশনের সেবাসচিব অর্থাৎ সেবকগণের সেবক। আজ বাহ্যত যতই মাতব্বরী করার বৃত্তি থাক না কেন জড় অহংকার আমার নিঃশেষ হয়েছে এই মিশনে এসে। সাধুসঙ্গে, হরিকথায় কালাতিপাত করছি দীর্ঘ সময়। তার ফলে মায়া মোহ থেকে আজ আমি বহু দূরে। বাড়িতে রামায়ণ, মহাভারত শ্রবণ থেকে শুরু করে সৌভাগ্যক্রমে আজ গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের সুযোগ লাভ করেছি এখানে এসে। শাস্ত্রের শিক্ষা কিছুটা হলেও হৃদয়ঙ্গম করার ভাগ্য পেয়েছি। সবচেয়ে বড় লাভ সংসারে থেকে যে বোঝা বহন করতে বাধ্য হতাম সেই জায়গায় শ্রীকৃষ্ণের সংসারে বিরাট বোঝা বহন করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। তাই আমি মনে করি এটা আমার ভাগ্য, সেই সঙ্গে 'আমার চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্য'। আজ নিশ্চয়ই পিতৃলোক, মাতৃলোক এবং গুরুবর্গ সকলেই খুশী। এ দেখে আমিও খুশী। খুশী শুধু নয় উৎসাহিত ও আহ্লাদিত।

যদি বলেন কেন? তার উত্তর অতি সহজ। কর্ম মার্গে থেকে ত্রিতাপ জ্বালায় জর্জ্জরিত হয়ে এই দুঃখময় সংসারে ভ্রমণ করার পালা আজ শেষের পথে। দেবঋণ, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ আদি যাবতীয় ঋণ আজ শোধ হয়েছে। হরিভক্তের সঙ্গ-সান্নিধ্যে তাঁর গুণকীর্ত্তনে দিন অতিবাহিত করার চরম ভাগ্যও লাভ করেছি। যারা হরিভজন না করে দুঃখ সমুদ্রে পতিত তাদের জন্য কিছু করছি, তাদের উন্মুখ করার প্রয়াস

করছি। বাড়িতে এক পিতা-মাতার সেবা ছেড়ে এসেছিলাম এখানে হাজার হাজার মাতাপিতার সেবায় নিযুক্ত হয়েছি এবং এই সেবা পারমার্থিক। জাগতিক সেবা হতে কোটি কোটি গুণ এর মাহাত্ম্য। আমার পূর্বপুরুষগণ এটা দেখে বা বুঝে নিশ্চয়ই আমার প্রতি খুশী। আমার খুশীতে তাঁরা খুশী এবং তাঁদের খুশীতে আজ আমি খুশী। সর্বোপরি ভগবান খুশী, তাঁর ভজনে একটি ক্ষুদ্র জীব সর্বভাবে নিযুক্ত হয়েছে দেখে।

আমি নিজেও নিজের ভাগ্যকে অনুভব করে আত্মহারা। মানব জীবনের চরম সার্থকতার পথে দাঁড়িয়ে হরিসেবায় রুচি লাভ করা আমার পরম ভাগ্য। শুধু তাই নয় হরিভক্তের সেবা লাভ চরম ভাগ্য। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় ''হরি সেবক সেবন ধর্ম্ম পরো হরিনাম রসামৃত পান রত''—এই দুই সেবা কলিহত জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মে আমার স্থিতিলাভ পরম আশ্চর্যের বিষয়। এ ভাগ্যের পরিমাপ করা যায় না। চৌদ্দপুরুষের কথা কেবল কথার কথা। মায়াকে ফাঁকি দিয়ে হরিভজনের পথে এতদূর এগোনো সর্বোপরি আমার নিজের ভাগ্য, পূর্বপুরুষ ও গুরুবর্গ সকলেরই ভাগ্য। এ কেবল হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় সম্ভব হয়েছে। নতুবা এক ক্ষুদ্র গ্রামের ছেলে হয়ে বেদের নিগূঢ় পথের পথিক হওয়া এবং সেই রাজ্যে স্থিতিলাভ করা বিরাট ভাগ্যের কথা। আমার জাগতিক ও পারমার্থিক জগতের সকল গুরুবর্গের আশীর্বাদে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। এ আমার চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্য। এ রকম ভাগ্য সকলের হোক—এই প্রার্থনা করি। ❑

অন্ধহস্তি ন্যায়

শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা

একসময় কয়েকজন জন্মান্ধ ব্যক্তির একটি হাতী দর্শনের সুযোগ হয়েছিল। তারা সকলে একে একে হাতীর প্রত্যেক অঙ্গ স্পর্শের দ্বারা অনুভব করে হাতীর সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করতে লাগল। অন্ধ ব্যক্তির স্পর্শশক্তিই অধিক প্রবল হওয়ায় তার দ্বারাই তারা দর্শনের সকল কাজ সুসমাহিত করে। অতএব তারা সকলে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে তাঁদের মধ্যে ভীষণ ঝগড়ার সৃষ্টি হলো। কেউ বলল—হাতী নিশ্চয়ই গাছের কাণ্ডের ন্যায়। কেউ বলল—না, না তা নয়। এ সাপের ন্যায় কিন্তু বেশী মোটা। অপরজন বলল—তোমরা উভয়েই ভুল বলেছ। হাতী একটি পাথরের ন্যায় আকার যুক্ত। এরূপে প্রত্যেকে নিজেদের মতামতের মধ্যে কোন ভুল দেখতে না পেয়ে মারামারি করতে উদ্যত হল। এমন সময় একজন চক্ষুস্মান ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে অনেক বাক্যপ্রয়োগের দ্বারা তাদেরকে শান্ত করে ঝগড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাদের হাতী দর্শন হয় নাই বুঝে প্রত্যেককে হাতীর প্রতিটি অঙ্গ পৃথক ভাবে স্পর্শ করালেন। তখন সকলে চক্ষুস্মান ব্যক্তির উপদেশের মূল্য বিশেষভাবে বুঝে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠল।

উপরিউক্ত প্রবাদবচনটির দ্বারা বোঝা যায় যে, আমরা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে গর্বিত হয়ে একপ্রকার ভুল পথে পরস্পর ঝগড়া, মারামারি করে থাকি। যেহেতু বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়সকল ভ্রম (বিষয় জ্ঞান সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের যে ভূল), প্রমাদ (অসীম বস্তু নিয়ে সসীম চর্চ্চা), বিপ্রলিপ্সা (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা) ও করণাপাটব (সন্দেহ বা বঞ্চনেচ্ছা) এই চারপ্রকার দোষে দুষ্ট। আমরা জড় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করি, তা অক্ষজজ্ঞান বা জড়ীয় জ্ঞান। এই জ্ঞানের দ্বারা একটি জড়বস্তুর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা করা সম্ভব হয় না। কিন্তু আংশিক দর্শনে আমাদের ইন্দ্রিয়ের অপটুতা নিয়ে যে ভুল ধারণা পোষণ করি তার দ্বারাই আমরা পরস্পর বিবাদ করতে থাকি। মায়াময় জগতে মায়ায় অভিভূত হয়ে আমাদের ধারণার যথার্থ মূল্য নির্ণয় করবার প্রয়োজন বোধ করি না। সুতরাং জড়জ্ঞান বিষয়ে আমরা সর্বদা অন্ধহস্তিন্যায় বিচরণ করছি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

এই জড় জগতে একজন বৈজ্ঞানিক, তত্ত্বআবিস্কারক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যে তত্ত্বটি প্রকৃত বা সত্য বলে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন, আবার কিছুদিন পরে অন্য কোন বৈজ্ঞানিক অথবা মনিষী তার অসারতা প্রমাণ করে নিজমত স্থাপন করলেন। অর্থাৎ প্রকৃত সত্য স্থাপিত হলো না। অদ্ভুত প্রকারের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি আবিস্কার করে পরবর্ত্তীকালে অন্য জন কর্ত্তৃক খণ্ডিত হচ্ছে এ আমরা কমবেশী সকলেই

জানি। সুতরাং জড়জ্ঞান বা অক্ষজ জ্ঞান সম্পর্কে আমরা অন্ধহস্তির ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত নয় কি? প্রকৃত বৈকুণ্ঠগত জ্ঞানবিজ্ঞান অনুভূতি সম্পন্ন মহাপুরুষ ব্যতীত কেউ এই বিবাদের উপশান্তি করতে সমর্থ নয়। প্রকৃত সত্যকে তিনিই জানাইতে সমর্থ। আমাদের ন্যায় অন্ধগণের হাত ধরে সর্বাঙ্গীন দর্শন বা অধোক্ষজ দর্শন করাতে তিনিই একমাত্র পারেন, কারণ তিনি জ্ঞান ভূমিকায় সর্বোচ্চ শিখরে উপবিষ্ট থেকে প্রত্যেক পদার্থ হস্তামলকবৎ দর্শন করছেন।

অক্ষজজ্ঞান বিষয়ে যখন আমাদের এরূপ ভ্রান্তি, তাহলে অধোক্ষজ জ্ঞান বা চিন্ময় জ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা নিজ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা করতে পারি না। শাস্ত্রে দুইপ্রকার প্রতীতির কথা বলা হয়েছে। যথা—বিদ্বৎ ও অবিদ্বৎ প্রতীতি। প্রতীতি কথার অর্থ 'জ্ঞান' বা 'বিশ্বাস' । মায়িক রাজ্যে জড় ইন্দ্রিয়যোগে বিচরণশীল জীবমাত্রেই অবিদ্যাযোগে যে প্রতীতি লাভ করে, তা অবিদ্বৎপ্রতীতি। এর দ্বারা ভগবানকে অনিত্য বলে মনে করে বা মহামানব বলে তাঁর জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় কল্পনা করে থাকেন। এর দ্বারা নির্ব্বিশেষ অবস্থাকে সত্য ও সবিশেষ অবস্থাকে প্রাপঞ্চিক বলে বোধ হয়। জীব এর দ্বারা নিজ পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, যশ, প্রতিপত্তি লাভ করে। ইহা জড়ীয় দেশ, কাল, পাত্রের অধীন। এই প্রতীতি আমাদের ভৃত্যগিরি করে ভোগের কাজ চালিয়ে যেতে সাহায্য করে। কিন্তু পরাবিদ্যার আশ্রয়ে যে প্রতীতি উদয় হয়, তাই বিদ্বদ্‌প্রতীতি। এর দ্বারা জড়চিন্তাকে অতিক্রম করে চিৎতত্ত্বকে উপলব্ধি হয়ে থাকে। হরি-গুরুবৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত এই বিদ্বদপ্রতীতির উদয় হয় না। এর দ্বারা ভগবৎ ভক্তি বা ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ হয়ে থাকে। অনুসন্ধানের পথে অনুসন্ধানকারীর স্বরূপ ও অনুসন্ধানের স্বরূপ, অনুসন্ধেয়ের স্বরূপ যেখানে বাধা পায় সেই বাধাকে নাশ করতে শব্দের বিদ্বদরূঢ়িই সমর্থ। শব্দের বিদ্বদ্‌প্রতীতির দ্বারা চিৎজড়সমন্বয়বাদের ভ্রান্তি সমূলে উৎপাটিত হয়।

কণভোজী, পতঞ্জল, গৌতম, কপিল ও জৈমিনী প্রভৃতি মহর্ষিগণ অবিদ্বৎপ্রতীতির দ্বারা জগতের সকল যুক্তিকে একত্রীভূত করেও অধোক্ষজ বস্তু যে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ তা স্থাপন করতে পারেন নাই। তারা অবিদ্বৎপ্রতীতির দ্বারা নিজ নিজ মত স্থাপন করে প্রকৃত সত্যকে গোপন করেছেন বা ফাঁদ পেতে জীবকে বঞ্চনা করেছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায়—''তব কোই নিজ মতে, ভুক্তি-মুক্তি যাচত, পাতই নানাবিধ ফাঁদ'' (ভক্তিবিনোদ গীতি-১২৬ পৃঃ)। অপরদিকে বিদ্বৎপ্রতীতির দ্বারা ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাসদেব আদি ঋষিগণ প্রকৃত সত্য অধোক্ষজ বস্তু শ্রীভগবানের সেবা করাই জীবের নিত্য ধর্ম তা স্থাপন করেছেন। তাঁরা জীবকে বিদ্বৎপ্রতীতির দ্বারা ভজন শিক্ষা দিয়ে অধোক্ষজ বস্তুর স্বরূপকে প্রকাশ করেছেন। প্রকৃত সত্যের পথ দেখিয়েছেন। সুতরাং অধোক্ষজ বস্তুকে বা প্রকৃত সত্যকে জানতে গেলে বৈকুণ্ঠের জনের বা মহাজনের শরণাপন্ন হতে হবে। নতুবা জড়ীয় অক্ষজ জ্ঞানের দ্বারা অন্ধহস্তীন্যায়ে বিচরণ করাই সার হবে। প্রকৃত সত্যকে জানা যাবে না। ❑

একটি তুচ্ছ ঘটনা

কৃষ্ণা দাসী (কলকাতা)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)...

দ্বিতীয় অবস্থায় শ্রীভগবানের মাধুর্য আস্বাদন করা যায় বলে এটি উৎকৃষ্ট। আবিষ্ট চৈতন্যও দুই রকম—একপ্রকার চিদাংশভূত জ্ঞানাদি-শক্তি-কর্তৃক আবিষ্ট। আর অপরটি হল মায়াংশভূত সৃষ্ট্যাদি ঐশ্বর্য্যশক্তি দ্বারা আবিষ্ট। যেমন জ্ঞান-শক্ত্যাবিষ্ট চতুঃসনাদি, ঐশ্বর্যশক্ত্যাবিষ্ট ব্রহ্মাদি। এইভাবে চৈতন্যের একরূপত্ব হেতু বিষ্ণু ও শিবের অভেদই বোঝায়। কিন্তু এটা হল সূর্য ও সূর্যাবিষ্ট সূর্য্যকান্তমণির অভেদের ন্যায় বুঝতে হবে। এইরূপ তত্ত্ব আলোচনা পরায়ণ সাধুর সঙ্গ প্রাপ্ত হয়ে এই অপরাধ থেকে জীব মুক্ত হয়। যেমন বেদে বিধিনিষেধমুখে জীবশিক্ষা দেওয়া হয়েছে। সেখানে নিষেধ মুখে বলা হয়েছে-সর্ববিষ্ণুময় বিশ্ব। অতএব, সর্বদেবে বিষ্ণু অধিষ্ঠান। সর্বদেবার্চনে হয় বিষ্ণুর সম্মান। অর্থাৎ বিষ্ণুপূজাতেই সর্বদেবতার পূজা। অতএব অন্যদেবের পৃথক পূজা করা অনাবশ্যক। যেমন বলা হয়-'তরুমূলে জল দিলে শাখার উল্লাস। পল্লবে ঢালিলে জল বৃক্ষের বিনাশ' ॥ সেইজন্য শাস্ত্র বলছেন—

'এক এক দেব এক এক ফলদাতা।
সর্বফলদাতা বিষ্ণু সকলের পাতা।

কামিজন যদি তত্ত্ব জানিবারে পারে।
বিষ্ণুপুজি ফল পায় ছাড়ে দেবান্তরে।'

আমি বললাম আরো বাকী ৮টি অপরাধ কি কি?

তিনি বললেন তিন নম্বর হল নাম-তত্ত্বগুরুর প্রতি অবজ্ঞা।

৪। নাম মহিমা-বাচক শাস্ত্রনিন্দা

৫। শাস্ত্রে নামের যে মাহাত্ম্য ও ফল লিখেছেন তাকে কাল্পনিক মনে করা

৬। নাম গ্রহণ বিষয়ে অনবধান।

৭। নাম বলে পাপবুদ্ধি।

৮। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নাম উপদেশ করা

৯। অন্য শুভকর্মের সঙ্গে হরিনামকে সমান মনে করা।

১০। আমি ও আমার আসক্তির ফলে নামের মহিমা জেনেও তাতে প্রীতি না করা।

এই সময় গৃহিণী দরজার ফাঁক দিয়ে কটাক্ষ হেনে চলে যাওয়াতে খানিক ভীত হয়ে ঘড়ি দেখলাম, সত্যি বহু দেরী হয়ে গেছে উনিও প্রসাদ গ্রহণ করবেন তাই বললাম, আজ বিকালে আপনাদের প্রশ্নোত্তরের পর্বে আমি যথাসাধ্য উপস্থিত থাকার চেষ্টা করব।

ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর সন্ন্যাসী বললেন—আপনার দানে আমি কৃতার্থ হলাম। আর আপনার উৎসুক্য, জ্ঞান পিপাসা আমায় মুগ্ধ করেছে। লজ্জিত হাসি হেসে বললাম আপনাকে আমি তো কিছুই দান করতে পারলাম না। তিনি বললেন জীবনের অমূল্য সময় দিলেন সাধুকে যা কখনো বৃথা যাবে না। বিদ্যাপতির একটি পদ হল—কমলদল-জল—জীবনটলমল ভজহু হরি পদ নিতিরে।

কাজেই এই জীবনের যে অমূল্য সময় আপনি হরি-কথা কীর্ত্তনে দান করেছেন তাতেই আমি কৃতার্থ। আরো আপনি কথা দিলেন হরিকথা কীর্ত্তনে যোগদান করবেন তাতেই আমি অত্যন্ত খুশী হলাম। আজকের মত আমি বিদায় নিচ্ছি। ❑

বেঁচে মরা

(গৌড়ীয় ৪র্থ খণ্ড ষষ্ঠ সংখ্যা হইতে সংগৃহীত)

(১)

এ কি অন্যায় কথা! আমার নাম রাখা হ'বে, আমাকে জিজ্ঞাসা না করে। যে নামে বিশ্বময় নরনারী আমাকে ডাক্‌বে, যে নাম আমাকে কতশত বার লিখ্‌তে হ'বে, যে নামে কত নরনারী মূর্চ্ছা যাবে—সেই নামকরণ কর্‌বার সময় আমার অনুমতি নে'য়া হয়নি কেন? এ কি অন্যায় কথা!

আচ্ছা না হয় অনুমতি না-ই নে'য়া হ'লো, অত ভাল ভাল নাম থাক্‌তে অমন একটা বিচ্ছরি নাম বেছেগুছে রাখা হ'লো কেন?

বাবা মা বড় আদর ক'রে নাম রেখেছিলেন—''অক্ষয়-কুমার''। এখন ত আমার প্রাণান্ত—নানা দিক্ দিয়ে! কেউ ত পূরো নামটা উচ্চারণ করেই না—যার যা খুসী তা'ই ব'লে ডাকে—পীরিত ক'রে বলে, 'অখু'—রেগে বলে, 'অক্‌খা'—আর যদি কেহ শুদ্ধ ক'রে উচ্চারণ করেন, তবে আমি দাঁড়াই 'অক্‌ষয়'। জ্বালাতন আর কি? আফিসে ছোট সাহেব বলেন—'য়্যাক্‌শয়', বড় সাহেব বলেন 'উক্‌খোয়'! বল, আমি আর যাই কোথায়?

(২)

আচ্ছা, না হয় ডাকাডাকিতেই লোকে এই প্রকার দৌরাত্ম্য করে করুক, কিন্তু, বাবা বা মা কোন্ আক্কেলে আমার এই নাম রেখেছিলেন? আমি 'অক্ষয়'-'কুমার' অর্থাৎ আমার ক্ষয় নাই, আর আমি চিরকাল বিবাহ না ক'রে থাক্‌বো! যদি আমাকে অত সাধ ক'রে অক্ষর-কুমার কর্‌বার ইচ্ছা ছিল, তবে যৌবনের রেখাপাত হ'তে না হ'তে আমাকে কুমারীগণের হাটে পাঠিয়ে দে'য়া হয়েছিল কেন?—সেই হাটে আমাকে নিলামে চড়িয়ে উচ্চতম ডাকে বিক্রয় করা হ'য়েছিল কেন? আর আজ যে আমাকে ক্ষয়রোগ যক্ষ্মায় ধরেছে, তা'র ব্যবস্থা ষোল আনা করেছিলেন কেন?—হায় রে আমার 'অক্ষয়কুমারে'র ক্ষয়হীনতা ও কৌমার কোথায়? তা' হ'লে কি 'ক্ষয়যুক্ত অকুমারে'র নামই 'অক্ষয়কুমার'? আজ মাতাপিতার সাধের 'অক্ষয়কুমার' এর এই দশা কে দেখ্‌বে! ওগো পিতা! ওগো মাতা! তোমরা আজ তোমাদের অক্ষয়কুমারের এই ক্ষয়ের সময়ে কোথায় রইলে? একবার এসে দেখে যাও, তোমাদের বোকামিটা কত দূর।

(৩)

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত 'ভিজাগ' বা ভিজা-গাপটম্ স্থানটী বঙ্গোপসাগরের কূলে অধস্থিত। ইঁহার

একাংশে পাহাড় সমুদ্রবক্ষ ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান। কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া নীলাম্বুরাশি এই পাহাড়ের গাত্রে ক্রোধভরে আঘাত করিতেছে আর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পাহাড়ের পাদদেশে পরাজিত ক্লান্ত শত্রুর ন্যায় ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। শরতের নীলাকাশ 'তরল' ও 'কঠিনে'র পরস্পর এই অবিরাম আক্রোশ ও উপেক্ষার খেলা দর্শন করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া নীল জলের নীলিমায় মিশিয়া গিয়াছিল। অক্ষয়কুমার মাতাপিতার ভ্রান্তি নিরসনের চেষ্টায় চিকিৎসকের উপদেশে সেই পাহাড়ের উপরে বসিয়া অনন্ত বারিধির পানে চাহিয়া চাহিয়া এইরূপ কত কথা ভাবিতেছিল। আর মনে মনে ভাবিতেছিল, কাল আর জ্বর হ'বে না, কাশি হ'বে না।

(৪)

এইরূপ ভাবিতে না ভাবিতে কাশির জোড় এত বাড়িল যে, অক্ষয়কুমার কাসিতে কাসিতে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। অক্ষয়কুমারের কৌমারের পরিচয় এক পত্নী, তিনপুত্র ও দুই কন্যা চতুষ্পার্শ্বে উদ্ধবিষ্ট। সকলে ভীতত্রস্ত হইয়া প্রতীকারের জন্য ব্যস্ত। অক্ষয়কুমারের চক্ষু নিমীলিত—দেহ অচেতনপ্রায়; বহির্জ্জগতের কোন উত্তেজনায় সাড়া দিতেছে না। পত্নীর সেবা, পুত্রের শুশ্রূষা বুঝিবার সামর্থ্য আর অক্ষয়কুমারের নাই। কিন্তু অক্ষয়কুমার দেখিতে পাইল (কোন্ নেত্রে তাহা অক্ষয়কুমারই জানে) তাহার সম্মুখে এক দিব্যকান্তি মনুষ্যমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। গৈরিকবসন, হস্তে ত্রিদণ্ড' মস্তক মুণ্ডিত, দ্বাদশতিলকে দেহ সুশোভিত; সঙ্গে কতিপয় ব্রহ্মচারী। সকলের বদনে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তিত হইতেছেন। সন্ন্যাসী মহারাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া অক্ষয়কুমারের শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন, ব্রহ্মচারিগণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। অক্ষয়কুমারের উত্তপ্ত কপোলদেশ মহারাজ তাঁহার সুশীতল করকমল দ্বারা স্পর্শ করিলেন এবং সুমধুরস্বরে কীর্ত্তন করিলেন—

''তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥''
''গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥''

(৫)

অক্ষয়কুমার ধীরে ধীরে চাহিলেন।—যেন স্বপ্নোত্থিতের ন্যায়। যেন ইহজগতে নাই—শূন্য দৃষ্টিতে শূন্যে চাহিয়া রহিল—আর কোটরগত নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটী যেন উজ্জ্বল ও প্রভাবিশিষ্ট হইয়া উঠিল। চক্ষুকোণ হইতে অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। পত্নী ও পুত্রকন্যাগণ দেখিয়া অবাক্। এমন সময়ে সমুদ্রের গম্ভীর গর্জ্জন ভেদ করিয়া কক্ষস্থিত সকলের সকল চিন্তা স্তব্ধ করিয়া কি অশ্রুতপূর্ব্ব সুমধুর হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে একদল ভিক্ষুক তাহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। অক্ষয়-কুমার দেখিলেন—সেই সন্ন্যাসী সেই ব্রহ্মচারিগণ। তাহার আত্মীয়গণ বিস্মিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং যথোচিত সম্ভ্রম ও আদরে তাঁহাদিগকে আসন প্রদান করিলেন।

অক্ষয়ের কর্ণে সেই শ্লোক ধ্বনিত হইতেছিল। যেন সেই শ্লোক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহার সাম্নে আসিয়া বেড়াইতে লাগিল। অক্ষয়কুমার অত্যন্ত দুর্ব্বল। উঠিবার শক্তি নাই। কিন্তু সে সেই সময়ে কি এক অদ্ভুত শক্তি প্রভাবে উঠিয়া বসিল এবং ভিক্ষুকগণকে প্রণাম করিল। তখন সন্ন্যাসী মহারাজ আবার সেই শ্লোক কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন ''অক্ষয়কুমার! তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান্। তোমার বড়ই শুভদিন উপস্থিত। এমন সৌভাগ্য অতি অল্প জীবের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। কেন না, জীব আত্মকৃত বিপাক ভোগ করিবার কালে নিজের ভোগপ্রবৃত্তির কথা ভুলিয়া তাহার পরিণতি চিন্তা না করিয়া, ভগবানের প্রতি দোষারোপ করিয়া অপরাধী হইয়া পড়ে। তুমি আজ বুঝিতে পারিয়াছ, তোমার এই ব্যাধি বা তজ্জাত ক্লেশ তোমার নিজের কৃত। ইহার ফলভোগ তোমাকেই করিতে হইবে। ঈশ্বর তোমার কর্ম্মানুসারে ফল প্রদান করেন—তোমার মঙ্গলের জন্য, তোমায় ত্রিতাপমুক্ত করিবার জন্য—তোমার ভোগবুদ্ধির সম্যক্ বিনাশের জন্য। আজ তুমি বুঝিতে পারিয়াছ; তোমাকে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, গৃহ ইত্যাদি সকল প্রিয় জন ও বস্তু পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে, এক্ষণেই হইতে পারে। ইঁহাদের সহিত তোমার নিত্য-সম্বন্ধ নহে। ইঁহারা তোমার ব্যাধির ক্লেশের বিন্দুমাত্র অংশী নহে—কেহ তোমার মৃত্যু রোধ করিতে পারে না। সুতরাং যদি নিত্য কালের জন্য সুস্থ হইতে চাও—যদি নিত্য বাসস্থানে নিত্যকাল ত্রিতাপমুক্ত হইয়া নিত্য আত্মীয়গণ-পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতে চাও, তবে নিত্য-সুহৃৎ, নিত্য-বান্ধব, নিত্য-আত্মীয়ের সন্ধান লও—তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ কর।

(৬)

একই কথা অক্ষয়কুমারের তৃষিত কর্ণে সুধা ও তাহার স্ত্রী, কন্যাগণের ভোগের বার্ত্তাপূর্ণ কর্ণকুহরে বিষের তীব্র ধারা প্রবাহিত করিতে লাগিল। অক্ষয়ের অপ্রাকৃত চক্ষু উন্মীলিত হইবার উপক্রম হইল আর সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত চক্ষুর দর্শন-রাশি ম্লান হইতে ম্লানতর হইতে লাগিল। পূর্ব্বগগনে অরুণোদয়ে যেমন দস্যুতস্করের বিষাদ, সজ্জনের আনন্দ, সন্ন্যাসীর উপদেশরাজি তদ্রূপ অক্ষয়কুমারের নিকট প্রীতিকর ও তাহার পুত্রকন্যাদির নিকট অপ্রীতিকর বোধ হইতে লাগিল।

অক্ষয় বুঝিয়াছে, মৃত্যু কি? যে কোন মুহূর্ত্তে সে তাহার প্রিয়জনকে ছাড়িয়া যাইতে পারে। সুতরাং ইহাদের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ? ''হায়! হায়! জীবন ভরিয়া এ কি করিলাম! বালুকারাশিতে জলসিঞ্চন করিলাম! অনিত্য অপ্রিয় বস্তুকে নিত্য ও প্রিয়জ্ঞানে বৃথা অমূল্য জীবনপাত করিয়াছি! তবে উপায় কি? যমরাজ যে আমাকে লইয়া টানাটানি করিতেছেন!'' এই ভাবিয়া অক্ষয় কুমার সন্ন্যাসী ঠাকুরের দিকে প্রণত হইয়া শয্যার উপরে উপুড় হইয়া পড়িল এবং কাঁদিয়া বলিতে লাগিল ''ঠাকুর, আমার উপায় করুন। দেহ ত আর থাকিল না। যে কয়েক মুহূর্ত্ত বাঁচিয়া আছি, সেই সময়টুকু যাহাতে এই ভুলে না কাটাই কৃপা করিয়া তাহার ব্যবস্থা করুন।''

(৭)

সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন ''অক্ষয়কুমার! ভগবানের অশেষ কৃপায় তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, বাঁচা ও মরা কি? তুমি বাস্তবিকই বাঁচিয়া নও। তুমি মৃত। আজ এই মুহূর্ত্ত হইতে জান, তুমি যক্ষ্মায় দেহত্যাগ করিয়া তোমার স্ত্রীপুত্রকন্যাগণকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছ। তুমি অক্ষয়কুমাররূপে ঐ স্ত্রীমূর্ত্তির পতি, ঐ পুরুষমূর্ত্তির পিতা—এই জাতীয় অভিমান সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর। আজ তুমি বাঁচিয়াও মৃত। তোমার ঐ ভোগের মূর্ত্তিগুলিকে জানাও, তুমি বাঁচিয়াও মৃত। তাঁহারা তোমাকে মৃত জ্ঞানে ব্যবহার করুন। তুমি এই দেহত্যাগ করিলে তোমার সহিত ইহাদের যে সম্বন্ধ, আজ তোমার দেহ থাকিতেও তোমার সহিত ইঁহাদের সেই সম্বন্ধ। সুতরাং তুমি নিজে জান, তুমি বাঁচিয়াও মৃত। ❑

উর্জ্জাব্রত

(দৈনিক নদীয়া প্রকাশ—৩য় খণ্ড ২০২ সংখ্যা হইতে সংগৃহীত)

আশ্বিন মাসের শুক্লাদশমী তিথিতে শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের বিজয়োৎসব দিবস। এই দিবসে শ্রীরামচন্দ্র ''আমি সীতা দর্শন করিয়াছি''—এই হনুমদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া বানরগণসহ শমীবৃক্ষতল হইতে বিজয়োৎসব করিয়াছিলেন। এই শুভ বিজয়াদশমীর পর একাদশীতে উর্জ্জাব্রত, দামোদর ব্রত বা কার্ত্তিক ব্রত আরম্ভ হইয়া থাকে। শ্রীপদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

''আশ্বিনে শুক্লপক্ষস্য প্রারম্ভো হরিবাসরে।
অথবা পৌর্ণমাসীতঃ সংক্রান্তৌ বা তুলাগমে ॥''

অর্থাৎ আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে অথবা পৌর্ণমাসীতে কিংবা তুলাসংক্রান্তি দিবসে কার্ত্তিক ব্রত আরম্ভ করিবে।

কার্ত্তিক মাস শ্রীরাধা-দামোদরের অতি প্রিয়তম মাস। ইহাকে নিয়ম সেবার মাস বলা হয়। স্কন্দপুরাণ ও পদ্মপুরাণে এই মাসকৃত্য ও মাসমাহাত্ম্য বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উহা যেরূপ সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন, আমরা তাহারই কিয়দংশ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, জীবমাত্রেই বিষ্ণুদাস বা বৈষ্ণব, সুতরাং বৈষ্ণবামাত্রেরই বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে কার্ত্তিকমাস অবশ্য পালনীয়।

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে কার্ত্তিক ব্রতের নিত্যতা সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে—''(১) যে ব্যক্তি দুষ্প্রাপ্য মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া কার্ত্তিকোক্ত ধর্ম্ম আচরণ না করে, সে ব্যক্তি পিতৃ-মাতৃ হত্যানিমিত্তক মহাপাপে লিপ্ত হয়। (২) যে ব্যক্তি নাম-সংকীর্ত্তনাদি নিয়ম বিশেষ ধারণ না করিয়া দামোদর-প্রিয় কার্ত্তিক মাসকে বৃথা ক্ষেপণ করে, সে সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বহিষ্কৃত হইয়া তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হয়। (৩) হে মুনিশ্রেষ্ঠ, যে নর কার্ত্তিক মাসে ব্রত করে না, তাহাকে ব্রহ্মা, গোঘ্ন, স্বর্ণস্তেয়ী ও সর্ব্বদা মিথ্যাবাদী বলিয়া জানিবে। (৪) মানুষ জন্মাবধি যত পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছে, যাহা দান করিয়াছে, যাহা জপ করিয়াছে এবং যে কিছু সুমহৎ তপস্যা করিয়াছে, কার্ত্তিকমাসে বৈষ্ণব-ব্রত না থাকিলে তৎসমুদায়ই

বিফলতা প্রাপ্ত হয়।'' শ্রীপদ্মপুরাণ ও শ্রীনারদ ও শৌনকাদি মুনিগণসংবাদে দামোদরব্রতপালনের নিত্যতা প্রচুর পরিমাণে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কার্ত্তিক-মাস-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণ বলিতেছেন—''কার্ত্তিকের সমান মাস নাই। বিষ্ণুর প্রিয়তম বলিয়া কার্ত্তিক মাস সকল মাসের মধ্যে উত্তম। একদিকে সকল তীর্থ, দক্ষিণার সহিত সমুদয় যজ্ঞ, পুষ্করে, কুরুক্ষেত্রে ও হিমাচলে বাস, মেরুতুল্য সুবর্ণ ও সর্ব্বপ্রকার দান, আর একদিকে সর্ব্বদা (কলিকালাদিতেও) কেশবপ্রিয় কার্ত্তিক। কার্ত্তিক মাসে যাহা কিছু করা যায়, তাহাই অক্ষয়ফলপ্রদ হয়। এস্থলে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ টীকায় বলিতেছেন—

''কার্ত্তিকে কৃত পাপেরও যখন ক্ষয় নাই, তখন সর্ব্বপ্রকার পাপ যত্নসহকারে পরিহার করিতে হইবে।''

শ্রীপদ্মপুরাণও বলিতেছেন—দামোদর যেমন ভক্তবৎসল বলিয়া লোকের নিকট বিদিত, তদ্রূপ তাঁহার এই প্রিয় মাস অন্যকেও অধিক করিয়া থাকেন। দেহবারিগণের মধ্যে মনুষ্যদেহ যেমন দুর্ল্লভ, তেমনই ক্ষণভঙ্গুর, তাহাতেও আবার হরিবল্লভ কার্ত্তিকমাস অতিশয় দুর্ল্লভ, যে মাসে প্রদীপমাত্র দান করিলেও ভগবান্ শ্রীহরি প্রীত হন, এমন কি পরদীপ প্রবোধন করিলেও সুগতি প্রদান করেন।

কার্ত্তিক মাসে যে কোন স্থানে থাকিয়া ব্রতাচরণে বাঞ্ছিত ফললাভ করা যায়; তথাপি সাধারণ স্থান অপেক্ষা কুরুক্ষেত্রে কোটীগুণ, গঙ্গাতেও তত্তুল্য পুষ্করে ও দ্বারকায় তাহা অপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয়। অযোধ্যাদি-স্থানে ঐরূপ ফললাভ হইলেও মথুরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল দান করেন, কেননা ঐ মথুরাতেই শ্রীকৃষ্ণের দামোদরত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল। যেমন মাঘ মাসে প্রয়াগ, বৈশাখ মাসে জাহ্নবী সেবনীয় হন, সেইরূপ কার্ত্তিকমাসে মথুরা সেবনীয়া। যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে মথুরায় একবার মাত্র দামোদরের অর্চ্চন করেন, তাঁহারা অতি শীঘ্রই হরিভক্তি লাভ করেন। শাস্ত্রে কার্ত্তিকব্রতের যে ফল লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা যে কেবল শাস্ত্র-প্রমাণ মাত্র তাহা নহে, কিন্তু সাক্ষাৎ অনুভব প্রমাণ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখা যায়—যোগ-তৎপর সনকাদি-মুনিগণেরও দুর্ল্লভ যে ভগবদ্দর্শন, কার্ত্তিক মাসে মথুরায় জনার্দ্দনের পূজা করিয়া ধ্রুব বালক হইয়াও তাহা পাঁচমাসে লাভ করিয়াছিলেন। নদ, নদী ও সরোবর প্রভৃতি যত যত তীর্থ আছেন, তৎসমুদয়ই কার্ত্তিকমাসে মথুরায় অবস্থান করেন।

ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রমস্থ সকলেই দামোদর-ব্রত পালন করিবেন। এই ব্রতের যে সকল বিধি আছে, তাহা কৃষ্ণভক্তির উদ্দীপক বা ভক্ত্যনুকূলজ্ঞানে যথা সম্ভব পালনীয়। অবশ্য কোন গতিকে নিয়ম রক্ষা করিয়া যাইতে পারিলেই যে কার্ত্তিক-ব্রত পালন করা হয়, তাহা নয়, দামোদরের প্রীত্যর্থে অখিলচেষ্ট হইলেই দামোদর-প্রিয় কার্ত্তিক ব্রত বা উর্জ্জাব্রত পালিত হয়, ভগবদ্ ভক্তিশূন্য কর্ম্ম বা জ্ঞান—নিরর্থক। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেবের আনুগত্যে কেবলমাত্র কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনেই নিখিল বিষ্ণুব্রত পালিত হইয়া থাকেন, কেননা এক নামসংকীর্ত্তনের মধ্যেই সকল প্রকার স্নান, দান, ধ্যান, তপ, জপ, হোম প্রভৃতি নিখিল ব্রত নিয়ম অনুস্যূত।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন—

''সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥
সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥
(মধ্য ২২।১২৮-১২৯)

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম' 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥''
(অন্ত্য ৪।৭০-৭১)

—নিরপরাধে নাম-কীর্ত্তনপর 'ভক্তের' কোন বিধি অপালনজন্য অপূর্ণতা অনুভব করিতে হয় না। তথাপি যদি কেহ অন্যান্য (শ্রবণকীর্ত্তনাদি নয় প্রকার, চতুঃষষ্টি প্রকার বা সহস্র প্রকার) ভক্ত্যঙ্গ অনুশীলন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কীর্ত্তনের সহযোগেই সেই সকল ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিবেন। অহর্নিশ নামকীর্ত্তনে প্রমত্ত করিবার জন্যই শাস্ত্র ব্রতনিয়মাদি পালনের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুস্মরণ করিতে হইবে, ইহাই বিধি এবং ক্ষণকালও বিষ্ণুকে বিস্মৃত হইতে হইবে না, ইহাই নিষেধ; সমস্ত বিধিনিষেধ এই দুইটীরই কিঙ্কর। উচ্ছৃঙ্খল উন্মার্গগামী কৃষ্ণসেবা-বিমুখ জীবকুলকে ক্রমে ক্রমে সুশৃঙ্খল, সন্মার্গগামী, কৃষ্ণসেবোন্মুখ করিবার জন্যই শাস্ত্রে নানা বিধিনিষেধের উল্লেখ আছে। শাস্ত্রানুশাসনমতে ভজন করিতে করিতে জীব স্ব-স্বরূপের সহজ সরল স্বাভাবিক অবস্থা যে ইষ্টে স্বারসিকী অর্থাৎ স্বাভাবিকী রতি বা রাগাত্মিকা ভক্তি বা শুদ্ধভক্তি তাহা লাভ করেন; এই

শুদ্ধভক্তিই আনুকুল্যে কৃষ্ণানুশীলন। ''রাগমার্গরত শুদ্ধভক্ত বহির্দৃষ্টিতে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধি অপালনের অভিনয় প্রদর্শন করিলেও তাঁহার চেষ্টা আদৌ অবিধিপরা নহে, যেহেতু তিনি সকল বিধির বিধান-কর্তা যিনি, তাঁহারই সাক্ষাৎ প্রীতিসাধনে তৎপর। তবে যাঁহারা তাদৃশ অধিকার লাভের পূর্বেই শুদ্ধভক্তের অনুকরণে অনধিকারচর্চা-মূলে বিধি উল্লঘন করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের চেষ্টা সর্বতোভাবে গর্হণযোগ্য, লোকের নিকট উত্তম বলিয়া প্রশংসা পাইবার আশায় তাড়াতাড়ি উত্তমের আচরণগুলি অনুষ্ঠানের অভিনয় দেখাইলেও, উত্তমের সুতীক্ষ্ণ-দৃষ্টি সমস্ত কৃত্রিমতা ধরিয়া ফেলিতে পারেন। সুতরাং হঠাৎ কৃত্রিমপন্থায় বড় হইবার দুর্বুদ্ধি না করিয়া গুরুদেবের অভিলাষানুযায়ী শাস্ত্রোক্ত বিধি নিষেধাদি যথাযথ পালনে তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য। অবশ্য সমুদয় বিধি যাহাতে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণমূলক না হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিলেই ক্রমোন্নতির সম্ভাবনা, নতুবা

''বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥''

—এই গোস্বামিবাক্যেরই সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইবে। যাঁহার চেষ্টা যত কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময়ী হইতে থাকিবে, তিনি ততই রাগাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকিবেন। কৃষ্ণার্থে একই চেষ্টা অধিকার ভেদে বিধি ও রাগমূলা হইয়া থাকে। উন্নত অধিকারীর নিকট যাহা রাগ বা জীব স্বরূপের অপ্রাকৃত সহজ সরল স্বভাব, নিম্নাধিকারীর নিকট তাহাই বিধি বা কর্ত্তব্যজ্ঞানে অনুষ্ঠিত কিঞ্চিৎ অসম্পূর্ণতা বা অভাবযুক্ত ভাব অর্থাৎ বিধিতে কৃষ্ণপ্রীতির অসম্যক্ স্ফূর্ত্তি। অতএব বিধি বলিলেই কেহ যেন তুচ্ছ জ্ঞান না করেন। আমরা নিম্নে কার্ত্তিক মাসের শ্রীদামোদর-প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠেয় কয়েকটী অবশ্যপালনীয় বিধির উল্লেখ করিতেছি। যদিও ভক্ত ''এই মাসে কৃষ্ণকে বেশী করিয়া সেবা করা কর্ত্তব্য, আর অন্যান্যমাসে অপেক্ষাকৃত কম সেবা করিলে চলিতে পারে''—এরূপ দুর্ব্বুদ্ধির প্রশ্রয় দেন না, তথাপি যেহেতু দামোদর মাস দামোদরের অতি প্রিয়, যেহেতু দামোদরের সুখনিমিত্ত দামোদরের প্রিয়জনগণ তন্মাস-কৃত্যগুলি শুদ্ধাভক্তিরই উদ্দীপক জ্ঞানে অতীব প্রীতির সহিতই পালন করিয়া থাকেন।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাস কার্ত্তিক-ব্রত-বিধি সম্বন্ধে বলিতেছেন,—আশ্বিন-মাসে যে শুক্লা একাদশী হইবে, আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাতেই ব্রতসকল ধারণ করিবে। রাত্রির শেষপ্রহরে জাগরিত হইয়া শ্রীশ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণব-স্তোত্র-পাঠ-সহকারে শ্রীমূর্ত্তিকে জাগরিত এবং নীরাজন অর্থাৎ আরাত্রিক করিবে বা শ্রীমূর্ত্তির আরাত্রিক দর্শন করিবে। অতঃপর বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া সহর্ষে ঊষঃকীর্ত্তন করিবে। তৎপর নদ্যাদিতে গমন করিয়া স্নানান্তে তিলকধারণ ও সন্ধ্যাহ্নিক সমাপনান্তে গৃহে আগমন পূর্ব্বক সচন্দন গন্ধপুষ্প ও তুলসী দ্বারা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর পূজা করিবে। তুলসী সেবা করিবে। ভক্তিভরে দিবারাত্র ঘৃত বা তিলতৈল দ্বারা প্রদীপ দিয়া অর্চ্চন করিবে। অন্যান্য মাস অপেক্ষা কার্ত্তিক মাসে বিশেষ করিয়া নৈবেদ্যাদি অর্পণ করিবে। কেশবসন্নিধানে বা দেবালয়ে অথবা তুলসী সমীপে কিম্বা আকাশে উত্তম দীপদান করিবে। প্রত্যহ বৈষ্ণবগণের সহিত ভগবৎকথা আলোচনা করিবে এবং শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট ভগবৎকথা শ্রবণ করিবে। শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার প্রিয় ভক্তগণ-সমীপে বসিয়া সংখ্যানাম কীর্ত্তন করিবে। আলস্য-শূন্য হইয়া হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিবে। যে সকল দ্রব্য নিত্য ভক্ষণ করা হয়, এই মাসে তাহার কিছু সঙ্কোচ করিবে। মহাপ্রসাদ নিজে সেবন করিবে এবং শ্রদ্ধাবান্‌জনকে বিতরণ করিবে। ভাল খাওয়া-পরা ছাড়িয়া অনাসক্তভাবে যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ করিবে। সাবধান,—কৃষ্ণেতর বিষয়ত্যাগ করিতে গিয়া যেন কৃষ্ণসম্বন্ধী বস্তুই ত্যাগ করিয়া ফল্গু বৈরাগী না হও। অর্থাৎ যুক্ত বৈরাগ্যই অবলম্বনীয়। শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ ও শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে ভক্তিপূর্ব্বক নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি করিবে। দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম, ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমভক্তি সহকারে বৈষ্ণবগণের সহিত বাস করিয়া তাঁহাদের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতাদি শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবে। প্রাতঃস্নায়ী, জিতেন্দ্রিয়, ভূমিশায়ী, হবিষ্যাশী হইবে। শ্রীগুরুগৃহে গুরু-পদান্তিকে বা গুরুপ্রিয় শুদ্ধভক্ত-পদান্তিকে গুরুসেবা-ব্যপদেশে বাসই—মথুরা-বৃন্দাবন বাস জানিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিখিল কাল যাপন করিবে।

রাজমাষ (বরটীকলাই), নিষ্পাব (শিম্বী বা সিন), কলিঙ্গ (কলনীর শাক) পটোল, বৃন্তাক (বার্ত্তাকী) এবং সন্ধিত (আসবাদি) যত্ন সহকারে পরিত্যাগ করিবে। পরান্ন, পরশয্যা, পরস্ত্রী, তৈলমর্দ্দন, কাংস্যপাত্রে ভোজন ও অমেধ্যভক্ষণাদি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। ❑

বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে মাসাধিক কালব্যাপী বাৎসরিক শ্রীহরিস্মরণ মহোৎসব তথা

শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী, শ্রীরাধাষ্টমী ও ভাগবত কথা সপ্তাহ মহোৎসবের বিবরণী

সংগ্রাহক ঃ শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ, মঠাধ্যক্ষ কোলকাতা।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)...

সবশেষে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব ভাষণে বলেন—''শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাব বাসরে যে সব কথা আলোচিত হচ্ছে সব কথার মূল—কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে প্রেম আস্বাদন করেছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অতিমর্ত্ত লীলার সার্থক করে তুলেছেন।

''হেলোদ্ধুনিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া''—

মহাপ্রভুর অতিমর্ত্ত লীলার কাছে সব নিষ্প্রভ হয়ে গেছে মহাপ্রভু এই শুষ্ক মরুভূমিতুল্য সংসার মধ্যে কৃষ্ণ চর্চা Introduce করে দিলেন। তিনি জগতকে যা দান করেছেন তার তুলনা নাই।''

নন্দোৎসবের একটি দৃশ্য

মহতী ভাগবত সভা অন্তে যথাবিধি শ্রীমন্দির পরিক্রমা, শ্রীগুরুবর্গের আরতি ও সন্ধ্যারাত্রিক প্রচণ্ড উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রি ১০টার সময় হতে ভগবান কৃষ্ণ আবির্ভাব কীর্ত্তন শুরু হয়। প্রায় দুই ঘণ্টা ব্যাপী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীদের উদণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন, সকল ভক্তদের হরিধ্বনি, উলুধ্বনি ও দেবরাজ ইন্দ্রের বারি বর্ষণের দ্বারা এক গোলকীয় পরিবেশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নন্দ মহারাজ ও যশোদাদেবীর কোলকে আলোকিত করে আবির্ভূত হন। যশোদা দুলালকে বহুপ্রকার সুস্বাদু ভোগ নিবেদন করা হয়। রাত্রে আরতি অন্তে প্রায় ২০০০ ভক্তমণ্ডলীকে অনুকল্প দানে পরিতৃপ্ত করা হয়।

পরদিন ১৯শে আগষ্ট, মঙ্গলবার সকাল ১০টা হতে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে নন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীপাদ মধুসূদন মহারাজের পরিচালনায় ও সুললিত কণ্ঠে ''স্বর্গে দুন্দুভি বাজে'', ও 'কোথা গেল নন্দঘোষ' কীর্ত্তন ও নাটকাভিনয়ের দ্বারা প্রায় দুই ঘণ্টা ব্যাপী নন্দোৎসব মহা সমারোহে পালিত হয়। দুপুরে মধ্যাহ্ন আরতির পর প্রায় ৩০০০ ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ দানে তৃপ্ত করা হয়।

২রা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার শ্রীরাধাঠাকুরাণীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ভোর হতে পাঠকীর্ত্তন, পরিক্রমা আদি চলতে থাকে। সকাল ১০টা হতে মঠবাসী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ সকলে রাধাঠাকুরাণীর মহিমা কীর্ত্তন করতে

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠরত মিশনের সেবাসচিব মহোদয়

থাকেন। বেলা ১১টা থেকে কলকাতা গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিচারু গোবিন্দ মহারাজ, মিশনের অপর সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, সহসেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তি নিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ শ্রীরাধাঠাকুরাণীর অতিমর্ত্ত্য গুণমহিমার কথা ক্রমান্বয়ে কীর্ত্তন করেন। সবশেষে সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ শ্রীরাধারাণীর মহিমার কথা বলতে গিয়ে বলেন—''শক্তিমত্তায় শ্রীকৃষ্ণ যেমন অংশীতত্ত্ব, শক্তিতে শ্রীরাধারাণী সেইরূপ অংশিনী তত্ত্ব। শক্তি ছাড়া শক্তিমানের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। শ্রীরাধাকে বাদ দিয়ে কৃষ্ণের ভজন সম্ভব নয়।'' দুপুর ১২.৩০ মিঃ রাধাঠাকুরাণীর অভিষেক, ভোগ অন্তে আরতি

কীর্ত্তন করা হয়। সবশেষে 'রাধারাণী কি জয়' কীর্ত্তনের দ্বারা সকল ভক্তগণের হরিধ্বনি ও উলুধ্বনির দ্বারা ভক্তগণের চির আকাঙ্খিত শ্রীরাধিকা চরণ দর্শন করানো হয়। প্রতি বৎসরের মতো এই দিনে রাধাঠাকুরাণীর চরণ দর্শন করানো হয়। তারপর প্রায় ২৫০ জন ভক্তকে অনুকল্প দেওয়া হয়।

গত ৩ সেপ্টেম্বর, বুধবার হতে ৯ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত সাতদিন ব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত জয়ন্তী মহোৎসব পালিত হয়। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী পূজ্যপাদ শ্রীভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ প্রতিদিন সকাল ১০ টা হতে দুপুর ১২ টা পর্য্যন্ত ও বিকাল ৫টা হতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। প্রতিদিন দুইবেলা শ্রীপাদ মধুসূদন মহারাজ, শ্রীপাদ হৃষিকেশ মহারাজ, শ্রীসুব্রত দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীধরণীদাস ব্রহ্মচারী আদি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ পাঠের পূর্বে প্রায় ১ ঘণ্টা ব্যাপী মহাজন রচিত কীর্ত্তন করেন। প্রথম দিন পূজ্যপাদ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম, ২য় ও ৩য় স্কন্ধের সুত-শৌনক সংবাদ, নারদ-ব্যাস সংবাদ, শুক-পরীক্ষিৎ সংবাদ, ব্রহ্মা-নারদ সংবাদ, চতুঃশ্লোকী ভাগবত, সৃষ্টিলীলা, কপিল-দেবহুতি সংবাদ, ভক্তির স্তরভেদ আদি পাঠ করেন।

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ৪ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার ৪র্থ ও ৫ম স্কন্ধে ক্রমান্বয়ে দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুব চরিত, পৃথু মহারাজের উপাখ্যান, ঋষভদেবের কথা, ভরত মহারাজের কথা কীর্ত্তন করেন।

তৃতীয় দিন ৫ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার ৬ষ্ঠ ও ৭ম স্কন্ধে অজামিল উপাখ্যান, বৃত্রাসুর ও চিত্রকেতু রাজার উপাখ্যান ও প্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান সুন্দর ভাবে বর্ণন করেন।

চতুর্থ দিন ৬ই সেপ্টেম্বর, শনিবার ৮ম ও ৯ম স্কন্ধে গজেন্দ্র-মোক্ষণ লীলা, শ্রীবামনদেবের লীলা, শ্রীঅম্বরীশ মহারাজের উপাখ্যান, সৌভরী ঋষি ও মর্য্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলাকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীভাগবত কথা শ্রবণরত ভক্তবৃন্দ

৫ম ও ৬ষ্ঠ দিন ৭ই ও ৮ই সেপ্টেম্বর, রবি ও সোমবার ১০ ম স্কন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ও মথুরা ও দ্বারকা লীলা কীর্ত্তন করেন।

৯ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধে নবযোগেন্দ্র সংবাদ, উদ্ধবগীতা, যদুবংশের বিনাশ, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান ও মার্কণ্ডেয় ঋষির উপাখ্যান, শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা কীর্ত্তন করেন। প্রতিদিন প্রায় ১০০ শত জন ভক্ত উৎকণ্ঠিত ভগবতকথা চিত্তে শ্রবণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তনকালে মধ্যে মধ্যে কীর্ত্তন, হরিধ্বনি ও উলুধ্বনি এক গোলকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এই ভাবে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে মাসাধিক কালব্যাপী বার্ষিক হরিসংকীর্ত্তন মহোৎসব সমাপ্ত হয়। ❑

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উক্তি (প্রভুপাদ সম্পর্কে)

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভু দৈব-বর্ণাশ্রম এবং শুদ্ধবৈষ্ণব সমাজ সংস্থাপন পূর্ব্বক বৈষ্ণব জগতে শুদ্ধনাম প্রচারের জন্য পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন। এই দুই কার্য্যে তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের ভারপ্রাপ্ত।

—(সরস্বতী জয়শ্রী-২০১ পৃঃ)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উক্তি

প্রতি হরিবাসরে একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে গতপক্ষের মধ্যে আমাদের কতটুকু ভজনোন্নতি হইয়াছে। যদি দেখা যায় যে কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই তাহা হৈলে অসৎসঙ্গকেই কারণ জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে যত্ন করিব।

—(গৌড়ীয় ১৬ খণ্ড ৭ম সংখ্যা)

মৃতসঞ্জীবনী

(দৈনিক নদীয়া প্রকাশ হইতে সংগৃহীত)

মৃতসঞ্জীবনী নাম শুনি হেথা অবিরাম
আঁখি মেলি দেখিবার তরে।
অভিধানে নাম পাই বস্তুর সন্ধান নাই
আকাশ-কুসুম বলি যারে ॥
এ মরজগতে ভাই এমন ঔষধ নাই
মৃতজনে বাঁচাইতে পারে।
খুঁজিতে খুঁজিতে তাই স্বরগের দিকে চাই
দেবতাও লখিতে না পারে ॥
বিধাতা-নির্ম্মিত ধন ইহাত নহে কখন
আয়ুর্ব্বেদে নামমাত্র করে।
মনে ভাবি কোথা পাই অমর হইয়া যাই
কেবা দিবে দুনিয়া মাঝারে ॥
সাধুর মুখেতে শুনি হরিনাম-চিন্তামণি
মৃতসঞ্জীবনী নাম ধরে।
দেবের অমৃত জিনি, নামামৃত সুধা জানি
যমরাজ নাম শুনি ডরে ॥
নন্দের-নন্দন হরি কলিজীবে দয়া করি,
অবতার নদীয়া-মাঝারে।
পতিত পাষণ্ডী কত তারিল যে কত শত
ভ্রমিয়া বেড়াই দ্বারে দ্বারে ॥
কীর্ত্তন-বিগ্রহ হরি 'শ্রীচৈতন্য' নাম ধরি
মহামন্ত্র বিলায় জীবেরে।
নামসঙ্কীর্ত্তন করি, উদ্ধারিতে নরনারী
গুরুরূপে শিখায় সবারে ॥
নামনামী ভিন্ন নয় নামী কৃষ্ণনাম হয়।
সেবোন্মুখে জিহ্বাদ্বারে স্ফুরে।
নিত্য শুদ্ধ পূর্ণ নাম নিখিল রসের ধাম
গাও ভাই হরে কৃষ্ণ হরে ॥
শব্দব্রহ্ম এই নাম ছাড়ায়ে প্রাকৃত ধাম
লয়ে যায় প্রেমের পাথারে।
মৃতসঞ্জীবনী সুধা মিটাইয়া ভবক্ষুধা
অমর করিতে সে পারে ॥
জীবন্মৃত বহুজন করি, ইহা আস্বাদন
চলিয়াছে ভব পারাবারে।
এস এস এস ভাই এ ভব তরিয়া যাই।
হরিনাম গাই আশা ভরে ॥
(নাম) পাইতে বাসনা যদি থেক না নয়ন মুদি,
কেন ভাই মর ঘুরে ঘুরে।
মহাবৈদ্য মহাজন করিয়া বহু যতন
মহৌষধি আনিয়াছে দ্বারে ॥
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গবাণী ভকতি-সিদ্ধান্ত জানি,
গুরুদেব, পদ দেহ শিরে।
তুমি হে জগদ্‌গুরু, তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু,
কৃপা করি, শোধি' লহ মোরে ॥
শুনিয়া না শুনে কান, বুঝিয়া না বুঝে প্রাণ
মায়া আসি' বলে মোরে ধরে।
ভকতিসিদ্ধান্ত জয় গাও সবে মহাশয়
অপ্রাকৃত ধামে চল ফিরে ॥

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের উত্তর ভারতের বিভিন্ন মঠ সমূহের প্রচারসূচী

২৯।৯।১৪	—	সোমবার	—	আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠে যাত্রা।
১।১০।১৪	—	বুধবার	—	গয়া যাত্রা।
৪।১০।১৪	—	শনিবার	—	মুগলসরাই যাত্রা।
৬।১০।১৪	—	সোমবার	—	এলাহাবাদ যাত্রা।
৯।১০।১৪	—	বৃহস্পতিবার	—	বৃন্দাবন যাত্রা।
২১।১০।১৪	—	মঙ্গলবার	—	রাধাকুণ্ড যাত্রা।
২৬।১০।১৪	—	রবিবার	—	দিল্লী যাত্রা।
২৯।১০।১৪	—	বুধবার	—	কুরুক্ষেত্র যাত্রা।
৩১।১০।১৪	—	শুক্রবার	—	লক্ষ্ণৌ যাত্রা।
৩।১১।১৪	—	সোমবার	—	বেনারস যাত্রা।
৫।১১।১৪	—	বুধবার	—	পাটনা যাত্রা।
৯।১১।১৪	—	রবিবার	—	কলকাতা প্রত্যাবর্ত্তন।

ঘরে বসে পারমার্থিক ক্লাসে অংশগ্রহণ করুন

গৌড়ীয় মিশনের প্রধান কার্যালয় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত পারমার্থিক ধর্ম্মীয় গ্রন্থের ও মহাজন রচিত ভক্তিমূলক গ্রন্থাবলীর বিষয়ে পারমার্থিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে Internet Video Conference (SKYPE) এর মাধ্যমে এই ক্লাসে যোগদান করিবার ও প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যাহারা অংশগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাহারা শ্রীধরণীরধর দাস ব্রহ্মচারী (9088373464)-র সহিত যোগাযোগ করিবেন।

তাং-১৭ই জুলাই, ২০১৪; আসাম রাজভবনে মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীজানকীবল্লভ পট্টনায়কের সহিত সাক্ষাৎকারে মিশনের সহ-সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ ও গৌহাটী মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীহরিপদ দাস।

নির্যান

পূর্ব মঠবাসী শ্রীকলিপাবন দাস ব্রহ্মচারী গত ২৯শে আগষ্ট ২০১৪ (১২ই ভাদ্র, ১৪২১) তারিখে শ্রীরাধাগোবিন্দ নাম উচ্চারণ করতে করতে অপ্রকট লীলা করেছেন। তিনি বিহার বর্তমানে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাঁচীর অন্তর্গত আঢ়াল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীল গুরুমহারাজের শিষ্য ছিলেন। ১৯৭১ সালে গৌড়ীয় মঠে তিনি যোগদান করেন, কৃষ্ণনগর, কুরুক্ষেত্র, বৃন্দাবন এবং গয়া মঠে দীর্ঘ দিন বিভিন্ন সেবা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। শেষ দিকে তিনি রাধাকুণ্ড মঠে নিষ্ঠার সহিত সেবা করেন। সেবা বিষয়ে কোনদিন আলস্য ভাব তাঁর ছিল না। সাধু, ব্রহ্মচারীগণ প্রচারে গেলে তিনি তাঁদের আদর যত্ন করতেন এবং ভিক্ষা কার্য্যে সহায়তা করতেন। আমরা তাঁর নিত্যমঙ্গল কামনা করি।

Registered : KOL RMS/35/2013-2015

Date of Publication on 02/10/2014

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003, Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

এ বৎসরের নতুন প্রকাশন

গৌড়ীয় মিশন হইতে শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১২টি খণ্ডে নূতন প্রকাশিত হইতে চলিতেছেন। ইতিপূর্বে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম (ব্রজলীলা), ১২শ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরানো শ্রীমদ্ভাগবত ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রায়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org